এ কেমন দাম্ভিকতা?

(আমি ও আপনার একজন)

সর্বনাশী বন্যায় কাঁদিয়েছে যেমন বাংলার মানুষদেরকে, তেমনি কাঁদাচ্ছে সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁদের পরবাসী আত্মীয়-স্বজনদেরকে। আপনজনদের শোকে মুয্যমান মর্মাহত যখন জগতের তাবত বাঙ্গালী সমাজ, তখন কিছু প্রবাসী বাঙ্গালীদের কাঁটা গায়ে লবন ছিটিয়ে দিলেন ইসলামী মানবতাবাদী সদালাপ সম্পাদক জনাব জিয়াউদ্দীন সাহেব তাঁর চিরকুট ২৩ লেখায়। ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করে কোন দিন একটা শব্দ ব্যবহার করেছি বলে মনে পড়েনা। জিয়াউদ্দীন সাহেব শুধুমাত্র হিংসার বশবর্তি হয়ে মুক্ত-মনা কে বানালেন মন্দির। ব্যঙ্গ করে পুরোহিতের আসনে বসালেন অভিজিৎ রায়কে আর আমি সহ আরো কয়েকজন হলেন পুরোহিত পুজারী। পাঠকদের হয়তো মনে আছে, ঠিক এভাবে বেশ কিছু দিন আগে ইসলাম দরদী আল্লাহ্‌র প্রীয় এক মাসুম বান্দা অশ্লীল, নীচ ভাষায় ব্যঙ্গ করে, আমাদের কয়েকজনকে দিয়ে বাংলাদেশের এক কাল্পনিক সরকার গঠন করেছিলেন। ডঃ আহমেদ শরীফ বলতেন- ধনে-বিত্তে মানুষ ভদ্রতা অর্জন করতে পারে, হিন্দু ধর্ম চর্চা করে ভাল হিন্দু হওয়া যায়, ইসলাম ধর্ম চর্চা করে ভাল মুসলমান হওয়া যায়, শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষিত হওয়া যায়, কিন্তু ভাল মানুষ হওয়া যায়না।

আমরাতো জনাব আবিদ সাহেবের ভাষায় বলতে পারিনা- "Your leader is what you are". যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা অবস্থা। অভিজিৎ দা কারো লিডার ও নন, কোন মন্দিরের পুরোহিত ও নন। আরো দশ জন সাধারণ ভাল মানুষের মত তিনি ও একজন ভাল মানুষ, একজন ভাল লেখক। অন্তত তাঁর লেখা সেটা ই প্রমান করে। আর পুজো? সে তো তাদের ই সাজে যারা বিশ্বাস করেণ ইশ্বরবাদে, যারা বলতে পারেন-
"আমার মাথা নত করে দাও তোমার চরণ--------"।
মানুষতো দূরের কথা, কোন অদৃশ্য শক্তি, দেব-দেবী, আল্লাহ্‌, ভগবানের চরণ তলে মাথা নোয়াবার ধারে কাছে ও আমরা নেই।

বলছিলাম কাঁটা গায়ে লবন ছিটানোর কথা। প্রবাসী বাঙ্গালীরা বাংলাদেশে তাঁদের আত্মীয় স্বজনদেরকে বাঁচানের জন্যে যখন দিশেহারা, পাগল প্রায়, তখন জিয়াউদ্দিন সাহেবের সু-দৃষ্টি পড়লো তাঁদের উজাড় করা শুন্য পকেটের দিকে। টাকার মাপে ওজন করলেন মুক্তমনাদের দেশপ্রেম। বন্যা দুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে, ভিন্নমত মুক্তমনা মানুষের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে কিছুটা হলেও তাদের পাল্লা ভারি করলো, সদালাপের পাল্লা যে শুন্য ই রয়ে গেল সে দিকটা খেয়াল করেছেন? দাম্ভিকতার সাথে বলেছেন- "এক বিকেলে বসে ৩০০০ হাজার ডলার উঠিয়েছেন টরেন্টো শহরের কয়েকজন বাঙ্গালী"। একদিকে টরেন্টো শহর ওপর দিকে একটি ওয়েব সাইড, এটা একটি তুলনা হলো? একবার মুক্তমনা যখন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধ করার দাবীতে পিটিশন করলো, জিয়াউদ্দিন সাহেব সমর্থন করা তো দূরে থাক, মহাত্মা গান্ধীর কথাটি-'নর্দমা খোঁজা যাদের স্বভাব, ফুলের বাগান তাদের চোখে পড়েনা' সত্য প্রমানিত করে উল্টো লিখে ফেল্লেন কুৎসিত এক প্রবন্ধ-
"একটি পিটিশন-আঁতলামী না ভন্ডামী"।

এবারে ও মুক্তমনা উদ্যোগ নিয়েছে বন্যার জল কমে গেলে কুড়িগ্রামের একটা স্কুল পুনর্নির্মানে সহায়তা করবে। লন্ডন শহরের কথা বাদ ই দিলাম। আমাদের টাউনটি লন্ডন থেকে প্রায় সাড়ে তিন শত মাইল দূরে। লন্ডনের তুলনায় একটা গ্রাম বলা যায়। দুটো মসজিদ, পাঁচটি অরগেনাইজেশন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, যুব সংঘ, সাংস্কৃতিক দল, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, নিজ নিজ উদ্যোগে ওয়াজ মাহফিল, নৈশ ভোজন, বাউল গানের আসর, চ্যারিটি শো, আয়োজনের মাধ্যমে, যে যেভাবে পারেন চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। সংগৃহীত টাকার পরিমান সাড়ে নয় হাজার পাউন্ড, ক্যানাডার মুদ্রায় কত হলো হিসেব করে নেবেন। কিন্তু এটা একটা অহংকারের বিষয় হলো? সম্পাদক সাহেব, অনেক পাঠকদের কাছে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস থাকে। সারা বিশ্বের সামনে কিছু একটা লিখার সময়, অগণিত মুক্তমনা, নিরপেক্ষ পাঠকদের কথা স্মরণ হয়না? মাথার ওপর দিয়ে আকাশের দিকে থু-থু নিক্ষেপ করার আগে নিজের অবস্থানটা বিবেচনা করা উচিৎ নয় কি? চৌদ্দশো বছরের পুরনো গ্লাসটা চোখ থেকে সরিয়ে নিলে ই মুক্ত-চোখে দেখতে পাবেন আমি ও আপনার একজন।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান
ইংল্যান্ড।